সূচিপত্র

ভূমিকা ৯

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যার জীবনী ১১

রিসালাহ-১

ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে তার মায়ের প্রতি ১৭

রিসালাহ-২

ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে তার বন্ধু-বান্ধব ও ছাত্রদের প্রতি ২১

রিসালাহ-৩

শরফুদ্দীন ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে বদরুদ্দীন ইবনে তাইমিয়্যার প্রতি ৩২

রিসালাহ-৪

ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে বন্ধু-বান্ধব ও সুহৃদদের প্রতি ৩৫

রিসালাহ-৫

ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে তার পরিবারের প্রতি ৪৪

রিসালাহ-৬

ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে নাসর মিনবাজির প্রতি ৪৭

রিসালাহ-৭

ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে সাইপ্রাসের সম্রাটের কাছে ৫৮

রিসালাহ-৮

আত্মিক ব্যাধি ও তার প্রতিকারের বর্ণনা দিয়ে লেখা পত্র ৮৫

রিসালাহ-৯

ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে মুসলিমদের সুলতানের প্রতি ১০২

রিসালাহ-১০

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করে পত্র ১০৬

রিসালাহ-১১

ইবনে তাইমিয়্যার লেখা জীবনের শেষ চিঠি ১১৩

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্বশীল এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। অসংখ্য সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর।

হকপন্থী আলেমদের সাথে জালিম শাসকগোষ্ঠীর সব সময় দা-কুমড়া সম্পর্ক থাকে। নানা নির্যাতন, নিপীড়ন আর হুমকিধামকি চলতে থাকে সত্যপন্থীদের ওপর। ইমাম আবু হানিফা থেকে নিয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা পর্যন্ত—সব যুগের চিত্র একই। কিন্তু শত অত্যাচার-জেল-জুলুম সত্যপন্থীদের টলাতে পারে না বিন্দুপরিমাণও। অত্যাচারের মাত্রা যত বেশি হয়, সৎপথকে আঁকড়ে ধরার স্পৃহা তাদের মধ্যে আরও মজবুত হতে থাকে।

ইবনে তাইমিয়্যা এমন এক মহান ব্যক্তির নাম, যে নাম বাদ দিলে ইসলামি-ইতিহাস অপূর্ণই রয়ে যাবে। ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় প্রতিভার নাম ইবনে তাইমিয়্যা। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, সামসময়িক জ্ঞান ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র তিনি। এই মহান ইমামের সাথেও ঠিক একই আচরণ করা হয়েছে, যা করা হয়েছিল ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল رحمهم الله-এর সাথে।

বাতিলপন্থী ও বিদআতিরা যখন দালিলিকভাবে তার ফাতাওয়ার মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন শাসকদের ফুঁসলিয়ে তাকে বন্দি করার মাধ্যমেই সমাধান খুঁজে নিয়েছে ওরা। কিন্তু সত্য প্রকাশে তিনি ছিলেন আপসহীন। আর এই আপসহীন মানসিকতার কারণে অসংখ্যবার বন্দিজীবন কাটাতে হয়েছে

তাকে। এমনকি শেষমেশ তার লাশটাও বেরিয়েছে কারাগার থেকেই। কিন্তু কারাগারের চার দেয়াল দমিয়ে রাখতে পারেনি ইবনে তাইমিয়্যাকে। তার বিখ্যাত কিছু কিতাব ও রিসালাহ (পত্র) রচিত হয় এই কারাগারের অভ্যন্তরেই।

বক্ষমাণ গ্রন্থটি তার কারাগারের রিসালাহ-সমূহের সংকলন। গ্রন্থটি অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা *رسائل من السجن، دار طيبة، الرياض* নুসখাটি সামনে রেখেছি। এই নুসখায় থাকা মুহাম্মাদ আবদাহ-এর লিখিত বিশাল ভূমিকাটির পরিবর্তে ইবনে তাইমিয়্যা'র একটি তথ্যবহুল জীবনী যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এতে করে পাঠক এই মহান ইমামের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করবে। অনুবাদ যথাসাধ্য সাবলীল ও নির্ভুল করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কিতাব ছাড়া কোনো কিছুই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই বোদ্ধা পাঠকের নিকট যদি অনুবাদজনিত কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে তা জানানোর অনুরোধ রইল। ভুল সংশোধনের জন্য আমরা সর্বদাই প্রস্তুত ইন-শা-আল্লাহ।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁকে অনুসরণ করবে, তাদের সকলের ওপর।

বিনীত
আব্দুল্লাহ আল হাসান

ইবনে তাইমিয়্যার জীবনী

৬৯৯ হিজরি। ইতিমধ্যে মাহমুদ গাযানের সাথে যুদ্ধ হয়েছে সুলতান নাসির মাহমুদের। পরাজিত হয়েছেন সুলতান। নিহত হয়েছেন প্রতিরক্ষা প্রধান, আমির, বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর-সহ অনেক সাধারণ মানুষ। সুলতান প্রাণ নিয়ে ফিরছেন কোনোমতে। তাতাররা তখন একের-পর-এক ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছিল মুসলিম উম্মাহর ওপর। মুসলিম-বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছিল তাতারভীতি। তাতারদের মোকাবিলা করা তো দূরের কথা, ওদের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও সাহস করছিল না কেউ। এমন সময় একজন আওয়াজ তুলে বললেন, "আমি তাতার সম্রাটের সাথে দেখা করে বিস্তারিত কথা বলব।" কিছু আলেমদের সঙ্গে নিয়ে গাযানের সাথে দেখা করতে গেলেন তিনি।

গাযান জিজ্ঞেস করল, "এরা কারা?" জবাব দেওয়া হলো, 'ওরা দামেশকের শ্রেষ্ঠ আলেম।" গাযান তাদের ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিল। আলেমদের সামনের সারিতে আছেন মাঝবয়েসী একজন। তিনিই প্রতিনিধি-দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তার চেহারার দিকে তাকিয়ে মাহমুদ গাযান ভীত হয়ে উঠল। প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছিল ওই আলেমের চোখে। কথা বলা শুরু করলেন ওই মাঝবয়েসী আলেম। তার কণ্ঠ উঁচু হতে থাকল কথা বলার সময়। গাযানের হাঁটুর সাথে তার হাঁটু লেগে যাচ্ছিল। সাথিরা এই অবস্থা দেখে ভীত হলেন। তারা মনে মনে ভাবছিলেন, এই বুঝি আর রক্ষে নেই। আজ হয়তো জীবন নিয়ে আর বাড়ি ফিরতে পারব না। গাযান আমাদের এখানেই হত্যা করবে।

কিন্তু ওই মাঝবয়েসী আলেম কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তার কথা চালিয়ে গেলেন। গাযানকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, "তুমি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করছ? তোমার সাথে জ্ঞানী, কাজি ও সৈন্য আছে, আর তুমি কিনা তাই দিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করছ! ইসলাম কবুল করার পরেও বিশ্বাসঘাতকতা করছ মুসলিমদের সাথে।"

কথাগুলো বলার সময় প্রতিশোধের আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠছিল ওই আলেমের চোখে-মুখে। গাযান ছিল হতভম্ব। তার কণ্ঠ যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওই আলেমের সামনে সে কিছুই বলতে পারছিল না। কথাবার্তা শেষ হলে তাতার সম্রাট প্রতিনিধি-দলকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করল। কিন্তু সে আলেম কোনো খাবারেই হাত না দিয়ে চুপ করে উঠে গেলেন। তিনি বললেন, "আমি এই খাবার কিছুতেই গ্রহণ করব না। এগুলোতে মুসলিমদের রক্ত লেগে আছে।"

খাবার খেতে খেতে তার সাথিরা ভাবছিল, "এই শেষ! গাযান এখনই আমাদের হত্যা করবে।" কিন্তু নির্ভিক ছিলেন ওই আলেম। একটুও বিচলিত হননি গাযানের সামনে। উপস্থিত সভাসদরা অবাক হচ্ছিল এমন নির্ভিক মানুষটিকে দেখে। তিনি বলতেন, "সৃষ্টিকে কেবল সে-ই ভয় করতে পারে, যার অন্তরে রোগ আছে।"

এই আলেমের নামই হলো ইবনে তাইমিয়্যা رحمه الله। পুরো নাম তাকিউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আবদুল হালিম ইবনে আবদুস সালাম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবুল কাশেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে তাইমিয়্যা আল হার্‌রানি। ৬৬১ হিজরির (১২৬৩ খ্রিস্টাব্দ) দশ রবিউল আউয়্যাল উত্তর ইরাক ও শামের মাঝামাঝি অবস্থিত হার্‌রান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শায়খ আবদুল হালিম رحمه الله ছিলেন ওই সময়কার একজন বিশিষ্ট আলেম ও মুহাদ্দিস। তার দাদা মাজদুদ্দীন আবুল বারাকাত আবদুস সালাম رحمه الله ছিলেন হাম্বলী মাজহাবের ইমাম। কুরআন, হাদীস ও বিভিন্ন ফিকহে ছিল তার অগাধ পাণ্ডিত্য।

ইবনে তাইমিয়্যা জন্মেছিলেন এক অস্থির সময়ে। তখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল খুবই গোলযোগপূর্ণ। তার জন্মের ৫ বছর আগেই তাতারদের হাতে পতন ঘটেছিল খিলাফার রাজধানী বাগদাদের। এ সময় চলছিল হিজরতের কাফেলা। ইবনে তাইমিয়্যার বাল্যকালেই তার পরিবার হার্‌রান থেকে হিজরত করে চলে আসে দামেশকে। এই সফরে ইবনে তাইমিয়্যা বিভিন্ন এলাকার নিপীড়িত মুসলিমদের দেখা পান। উম্মাহর দুঃখ-দুর্দশার করুণ চিত্র থেকেই বিপ্লবী চিন্তাধারা জন্ম নিয়েছিল তার মানসপটে।

সে সময় বিভিন্ন শহরে দরস দিতেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণ। আর ইবনে তাইমিয়্যা সে-সকল আলেমদের দরসে বসতেন। তিনি নির্দিষ্ট কোনো আলেমকে অনুসরণ করার বদলে সবার থেকেই জ্ঞান আহরণ করা শুরু করেন। তার জ্ঞান-পিপাসা ছিল প্রচণ্ড, মেধা ছিল অত্যন্ত প্রখর। নতুন যা সামনে আসত,

তা–ই তিনি আয়ত্ত করে ফেলতেন। সে সময় আকীদা ও ভ্রান্ত মতালম্বীদের নিয়েই পড়াশোনা হতো বেশি। তবে ইবনে তাইমিয়্যা বেশি স্বাদ অনুভব করতেন তাফসীর অধ্যয়নে। এটি ছিল তার প্রিয় বিষয়। তিনি বলেন, "আমি একেকটি আয়াতের তাফসীর কমপক্ষে একশো তাফসীরের কিতাব থেকে পড়তাম। তারপর আল্লাহর কাছে আমার মেধা বৃদ্ধির জন্য দুআ করতাম। আল্লাহকে বলতাম, হে আদম ও ইবরাহীমের শিক্ষক! আমাকে ইলম দান করুন। আমি মসজিদে চলে যেতাম, মাটিতে সিজদা করে বলতাম, হে ইবরাহীমের শিক্ষক! আমাকে জ্ঞান দান করুন।

ইবনে তাইমিয়্যার কিছু বৈশিষ্ট্য

১. তিনি ছিলেন উম্মাহর শিক্ষক ও নেতা। তিনি জনসাধারণের–পক্ষ–থেকে–আগত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে শাসকের মুখোমুখি হতেন। তার দৃঢ়তা ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের কারণেই দামেশকের জনসাধারণ যে–কোনো সিদ্ধান্তের জন্য তার দিকেই চেয়ে থাকত। ফলে তিনি হিংসুকদের রোষানলে পড়েন। একসময় তাকে দামেশক ছেড়ে মিশর চলে যেতে বাধ্য করা হয়। তিনি কখনও ব্যাবসা–বাণিজ্য বা কোনো পার্থিব ব্যস্ততায় ব্যস্ত হননি। তার পুরোটা সময় কাটত ইলম অর্জন, শিক্ষাপ্রদান ও জিহাদের ব্যস্ততায়। দ্বীনি বিষয়ে অধিক ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে চিরকুমারই থাকতে হয়েছে তাকে।

তিনি যখন শরয়ী রাজনীতি নিয়ে কথা বলতেন, তখন মুসলিমদের সমস্যাবলীর কথা তুলে ধরতেন। তিনি লিখেছেন, কোনো সভ্যতার সমৃদ্ধি নির্ভর করে ন্যায়পরায়ণতার ওপর। আল্লাহ ওই রাষ্ট্রকে সাহায্য করেন, যার ভিত্তি ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, যদিও তা কাফির রাষ্ট্র হয়। কিন্তু তিনি জুলুমের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রকেও সাহায্য করেন না।

তিনি জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়েও ভাবতেন। তিনি লিখেছেন, শাসকদের জন্য আবশ্যক হলো মানুষকে ন্যায্যমূল্যে জিনিসপত্র বিক্রি করতে বাধ্য করা।

২. তিনি ছিলেন একজন বীর মুজাহিদ, যিনি তাতারদের মুখোমুখি হয়েছিলেন পাহাড়সম দৃঢ়তা নিয়ে। মাহমুদ গাযানের বাহিনী যখন দামেশক আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছিল তখন শহরবাসী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা শহর ছেড়ে পালাতে চাইছিল। তখন ইবনে তাইমিয়্যা এগিয়ে আসেন। তিনি তাদেরকে

সংগঠিত করেন। জনসাধারণকে সাহস দিয়ে বলেন, এই যুদ্ধে আল্লাহ অবশ্যই আমাদেরকে সাহায্য করবেন। তার কথার মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়ায় জনতা। তাতারদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয় সবাই। তাতাররা পরাজিত হয়।

৩. ইবনে তাইমিয়্যা ছিলেন একজন যুগ-সচেতন আলেম। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতেন। সমকালীন জনজীবনের ওপর তার গভীর পর্যবেক্ষণ ছিল। সামসময়িক এমন কোনো সমস্যা ছিল না, যার বিরুদ্ধে কলম ধরেননি তিনি। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে গ্রীক দর্শন আরবিতে অনূদিত হয়। এরপর মুসলিম বিশ্বে ক্রমান্বয়ে এর প্রভাব বাড়তে থাকে। মুসলিমদের আকীদা-বিষয়ক মৌলিক নীতিগুলোও প্রভাবিত হতে থাকে। ঈমান-বিধ্বংসী বিভিন্ন শাস্ত্রকে ইসলামি আকীদার অংশ বানিয়ে ফেলা হয়। ইবনে তাইমিয়্যা খুব শক্তহাতে এর মোকাবিলা করেন। গ্রিক দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার ওপর *“আর-রদ্দু আলাল মানতিকিয়্যিন”*, শিয়া ফিতনা নিয়ে বিশাল কলেবরের *“মিনহাজুস সুন্নাহ”*, খ্রিষ্টধর্মের আলোচনায় *“আল-জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দ্বীনাল মাসীহ”*, ইসলামি রাষ্ট্রনীতির ওপর *“আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ”*-সহ অনেক প্রামাণ্য কিতাব রচনা করেন। তার ফাতাওয়ার সংকলন নিয়ে ৩৮ খণ্ডের *“মাজমাউল ফাতাওয়া”* প্রকাশিত হয়েছে, যা ইসলামি আইনশাস্ত্রে এক অনন্য সংযোজন। সম্প্রতি তার লেখা "আস সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসূল" নামক কালজয়ী কিতাবটির মুখতাসার "নুসুস" পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

৪. তার সকল রচনাকে একত্র করলে অন্য এক ইবনে তাইমিয়্যার চিত্র ভেসে উঠবে। এটি এমন এক চিত্র, যার সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ অবগত নয়। তার রচনায় দেখা মিলে মেধার প্রখরতার। প্রতিপক্ষরা তার সাথে কোনো বিতর্কেই জয়ী হতে পারেনি। আলোচনা করার সময় কখনও রাগের বশে ভুলভাল ব্যাখা দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করেননি তিনি। যা বলেছেন, দলিলের ভিত্তিতেই বলেছেন। কথা বলার সময় ইনসাফের পরিচয় দিতেন তিনি। আমরা যদি ইতিহাসে ফিরে তাকাই এবং তার কর্মকাণ্ডের দিকে নজর দিই তা হলে দেখব—তিনি তার কর্মের দ্বারা নিজেকে নিয়ে গেছেন এক অনন্য উচ্চতায়। একদিকে তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, মুফাসসির, মুহাদ্দিস। অপরদিকে তিনি ছিলেন মর্দে মুজাহিদ ও মুজাদ্দিদ। তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন আল্লাহর দ্বীনের জন্য।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, তিনি কেন বন্দি হয়েছিলেন?

ভুল ফাতাওয়া কিংবা কোনো বিদআত প্রচলনের জন্য তাকে বন্দি করা হয়নি। কেননা সামসময়িক সব উলামারাই তার জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এমনকি তার প্রধান প্রতিপক্ষ ও বিশিষ্ট আলেম কাজি যামালকানি বলেন, “আল্লাহ ইলমকে ইবনে তাইমিয়্যার নিয়ন্ত্রণে এনে দিয়েছিলেন, যেভাবে দাউদ عليه السلام-এর নিয়ন্ত্রণে এনে দিয়েছিলেন লোহাকে।” তিনি আরও বলেন, “বিগত পাঁচ শতাব্দীতে তার মতো কোনো আলেম জন্ম নেননি।”

ইমাম যাহাবি رحمه الله বলেন, “তিনি যে হাদীস জানেন না, সেটা হাদীসই না।”

ইমাম ইবনে দাকিকুল ঈদ رحمه الله বলেন, “ইবনে তাইমিয়্যার সাথে সাক্ষাতের পর আমি বুঝতে পারলাম, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা ছিল তার নখদর্পণে।”

জ্ঞানগত কোনো দুর্বলতা বা ভুল ফাতাওয়ার কারণে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাকে বন্দি করা হয়েছে—এ কথা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। বরং তার কিছু ফাতাওয়া স্থানীয় উলামাদের মতামতের বিপরীত হয়। ফলে জ্ঞানের যুদ্ধে নামার পরিবর্তে তাকে বন্দি করার মধ্যেই সমাধান খুঁজে নেয় প্রতিপক্ষরা। ইমামের বিরুদ্ধে নানান কুৎসা রটনা করতে থাকে। সুলতানের কাছে ইমামের নামে মিথ্যাচার করা হয়। ফলে সুলতানের আদেশে ইমামকে দামেশকের কেল্লায় বন্দি করা হয়। এ ছাড়াও তিনি কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ার কারাগারেও বন্দি ছিলেন। কারাগার থেকে বের হওয়ার পর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কারও বিরুদ্ধেই কোনো পদক্ষেপ নেননি তিনি। যাদের কারণে তিনি কারাবরণ করেছিলেন, তাদের সবাইকে বিনা শর্তে ক্ষমা করে দেন। তাদের কল্যাণের জন্য দুআ করেন। এর মাধ্যমে ইমামের এক মহানুভব চরিত্র ফুটে ওঠে আমাদের সামনে।

কারাগারে তার সময় কাটত লেখালেখি ও তিলাওয়াত করে। কিন্তু সেটাও সহ্য হয়নি অনেকের। কারণ, তিনি যা-ই লিখতেন, জনগণের মাঝে তা-ই ছড়িয়ে পড়ত বাতাসের বেগে। বাইরে থাকা অবস্থায় জনসাধারণের মাঝে তার যত গুরুত্ব ছিল, কারাগারে থাকা অবস্থায় সে গুরুত্ব যেন আরও বাড়তে থাকল। ফলে অনেকের গা-জ্বালা শুরু হয়। এক পর্যায়ে ইমামের কাছ থেকে কাগজ ও কলম ছিনিয়ে নেয়া হয়। ফলে জেলখানার কয়লা দিয়ে লেখালেখি করেন। শেষমেশ কয়লা সরবরাহ করাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারাগারের বাকি দিনগুলো আল্লাহর যিকির ও ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত হয় তার। কারাগারে থাকা অবস্থাতেই ৭২৮ হিজরিতে (১৩২৮ খ্রিস্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন তিনি। আল্লাহ তার ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করুন এবং তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। আমীন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা প্রথমবার কারাবাসের সময় মিসর থেকে তার মায়ের কাছে এই পত্র লেখেন। পত্রে তিনি মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও মায়ের সান্নিধ্য পাবার আকুলতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বারবার বলেছেন, মায়ের সান্নিধ্য তার অতি প্রিয়। কিন্তু দ্বীনি কারণে বাধ্য হয়েই মা-কে ছেড়ে সুদূর মিসরে অবস্থান করতে হচ্ছে তাকে।

রিসালাহ-১

ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে তার মায়ের প্রতি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে প্রিয় মায়ের প্রতি।

আল্লাহ তাআলা তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ দিয়ে আপনার চক্ষুকে শীতল করুন এবং পূর্ণ নিয়ামত দান করুন, আপনাকে তাঁর সর্বোত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। পরসমাচার এই যে, আমি আপনার নিকট মহামহিম আল্লাহর প্রশংসা করছি যার কোনো শরীক নেই, কোনো অংশীদার নেই। একমাত্র তিনিই প্রশংসার যোগ্য, তিনি সকল বিষয়ের ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। আমি আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করছি, যেন তিনি তাঁর বান্দা ও রাসূল—সর্বশেষ নবী ও মুত্তাকীদের ইমাম—মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর শান্তি ও রহমত নাযিল করেন।

আমি আপনার নিকট এই পত্রটি লিখছি আল্লাহ তাআলার অসীম ও অপার নিয়ামতের বিবরণ দেওয়ার জন্য, তার সীমাহীন দয়া এবং অনুগ্রহের কথা আলোচনা করার জন্য। এ জন্য আমি মহান রবের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করছি।

আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত প্রতিনিয়ত আমাদের ওপর বয়ে যাচ্ছে। যা কখনও শেষ করা যাবে না। প্রিয় মা! আপনি জানেন, এই শহরে আমাদের উপস্থিতি কতটা জরুরি! বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে (আপাতত আমাকে) এখানেই থাকতে হচ্ছে। কেননা আমরা যদি এসকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও উদাসীনতা দেখাই কিংবা শিথিলতা-প্রদর্শন করি, তা হলে আমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার মাপকাঠি

উলট-পালট হয়ে যাবে এবং শরীয়তের ভিতগুলো উইপোকায় খেয়ে দুর্বল করে ফেলবে।

আল্লাহর শপথ! আমি ইচ্ছে করে আপনাকে ছেড়ে এখানে অবস্থান করছি না; যদি পাখিরা আমায় উড়িয়ে নিয়ে যেত, তবে আমি এখনই চলে যেতাম আপনার কাছে। কিন্তু (এখান থেকে চলে) না যাওয়ার পেছনে আমার কিছু অপরাগতা রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যদি জানতেন, তবে এই মুহূর্তে আপনিও আমার মতোই (এখানে থেকে-যাওয়ার) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

(বিনা কারণে) আমি এক মাসও এখানে অবস্থান করার পক্ষপাতী নই; তাই তো প্রতিদিন আমার জন্য এবং আপনাদের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট ইসতিখারা করে যাচ্ছি এবং কল্যাণ ও সফলতার দুআ করছি। মহামহিম আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি—তিনি যেন আমাদের জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য যা কল্যাণকর, তার ফয়সালা করেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য এই জমিনে কল্যাণ, রহমত ও বরকত ও হিদায়াতের দরজা যেভাবে খুলে দিয়েছেন, তা আমাদের অন্তর কখনও কল্পনা করেনি এবং আমাদের চিন্তাতেও কখনও আসেনি।

আমরা তো আল্লাহ তাআলার নিকট ইসতিখারা করে সফরে সফরে সময় কাটাই। প্রিয় মা! আপনি এমন ধারণা করবেন না যে, আমি আপনার স্নেহের পরশ ও বরকতময় সান্নিধ্য ছেড়ে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছি। শরীয়তের দৃষ্টিতে যেগুলো আপনার সান্নিধ্য ও নৈকট্যের চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন আমি ওই সকল বিষয়কে কখনোই আপনার সান্নিধ্য ও নৈকট্যলাভের চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিই না। কিন্তু এখানে এমন অনেক জরুরি ব্যস্ততা রয়েছে—আমরা যদি এগুলোর ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ি—তা হলে বড় ধরনের ক্ষতি এবং ভয়াবহ বিপর্যয়ের আশংকা রয়েছে। আর উপস্থিত ব্যক্তি যা দেখে এবং অনুভব করে, অনুপস্থিত ব্যক্তি সেটা দেখেও না এবং অনুধাবনও করে না।

আপনার প্রতি অনুরোধ রইল, আমাদের কল্যাণের জন্য দুআ করবেন। কেননা আল্লাহ তাআলাই সবকিছু জানেন। তিনি জ্ঞানী আর আমরা তো অজ্ঞ, কিছুই জানি না। তিনিই সবকিছু নির্ধারণ করেন, আর আমরা (তাঁর হুকুমের বাইরে) কিছুই করতে পারি না। এবং তিনিই মানুষের কল্পনাযোগ্য জগতের বাইরের বিষয়ের জ্ঞানী, অন্তর্যামী। নবী ﷺ বলেন,

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ
اسْتِخَارَةَ اللَّهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ

> “আদম-সন্তানের জন্য আল্লাহ যা ফয়সালা করে রেখেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকাই হলো তার সৌভাগ্য। আর আল্লাহ তাআলার নিকট কল্যাণ-প্রার্থনা করা ছেড়ে দেওয়াই হচ্ছে তার দুর্ভাগ্য এবং আল্লাহ তাআলার ফয়সালার ওপর নাখোশ হওয়াও তার দুর্ভাগ্য।"[১]

ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ী কখনও কখনও পণ্যসামগ্রী নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা করে, ফলে সে কিছুদিন সফর মুলতবি করে এবং সুযোগ বুঝে আবার যাত্রা শুরু করে। আমরা যে ভয়াবহ পরিস্থিতি পার করছি, সেটা বর্ণনা করে বোঝানোটাও (আমার পক্ষে) সম্ভব নয়! নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি বা সামর্থ্য নেই।

আপনি-সহ, পরিবারের ছোট-বড়, পাড়া-পড়শি, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষী— প্রত্যেকের প্রতি আল্লাহ তাআলার অগণিত রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক!

সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবি ও সত্যানুসারীদের ওপর।

---

[১] তিরমিযী, আস-সুনান : ২১৫১; হাসান।

৭০৬ হিজরিতে প্রথমবারের মতো কারাগার থেকে মুক্তি পান ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা। মুক্তির পর কায়রোর নায়েবে আমির তাকে থেকে যেতে বলেন। ইবনে তাইমিয়্যা এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। তিনি চাচ্ছিলেন স্থানীয়দের মাঝে ইলম প্রচার করতে এবং তাদেরকে সালফে সালেহীনের পথে ডাকতে। মিশরে অবস্থানকালে ইবনে তাইমিয়্যা দামেশকে তার বন্ধুদের কাছে এই পত্র লিখেন। এই পত্রে দেখা যায়, তিনি তার শত্রু ও বিরোধীদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও ছাত্রদের অনুরোধ করেন কেউ যেন ভিন্ন মানসিকতা-লালনকারী কারও ওপর জুলুম না করে। এই পত্রের ছত্রে ছত্রে ইমামের ইনসাফ ও মহানুভবতা ফুটে উঠেছে।

রিসালাহ-২

ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে তার বন্ধু-বান্ধব ও ছাত্রদের প্রতি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ তাআলার জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাকে অসংখ্য নেয়ামত, এবং অশেষ অনুগ্রহে সিক্ত করেছেন। যার ফলে আমার জন্য জরুরি হলো আল্লাহর আনুগত্য করা ও বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করা এবং ধৈর্যধারণ করা। আর দুঃখ ও কষ্টে থাকা অবস্থায় ধৈর্যধারণের চেয়ে সুখ ও সাচ্ছন্দের সময় বান্দার বেশি বেশি সবর করা উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ

“আর আমি যদি মানুষকে আমার অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করাই, পরে তার থেকে থেকে তা নিয়ে নিই; তা হলে সে ভীষণ হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়।”[২]

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ

“আর যদি তার ওপর আপতিত দুঃখ-কষ্টের পরে তাকে সুখ আস্বাদন করাই, তবে সে বলতে থাকে যে, আমার দুরাবস্থা কেটে গেছে। আর সে আনন্দে আত্মহারা ও অহংকারী হয়।”[৩]

إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَـئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

---

[২] সূরা হুদ, ১১ : ৯

[৩] সূরা হুদ, ১১ : ১০

> “তবে যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে।”[৪]

কারাগারে থাকাকালীন সময়ে আল্লাহ আমার প্রতি দয়া করেছেন। তাঁর করুণার মাধ্যমে তিনি তাঁর দ্বীনকে বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করেছেন। তাঁর কালিমাকে সুউচ্চ করেছেন। তাঁর বান্দা এবং মুজাহিদদের বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছেন। তাঁর ওলি–আউলিয়াদের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতকে শক্তিশালী করেছেন। বিদআতি ও ভ্রান্ত–মতালম্বীদেরকে পরাস্ত করেছেন। তিনি সুন্নাহকে শক্তিশালী করেছেন, হিদায়াতের নূরকে মানুষের সামনে প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ এত বেশি মানুষের সামনে হককে প্রকাশ করেছেন, যার সঠিক সংখ্যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। এখন লোকজন দলে দলে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের দিকে ফিরে আসছে। বর্তমানে আল্লাহ আমাদেরকে (না চাইতেই) এমন সব নিয়ামত দান করছেন, যা অর্জন করার জন্য অনেক ধৈর্য ও শুকরিয়ার প্রয়োজন হয়।

দ্বীনের একটি মূলনীতি হলো—মুমিনদের পারস্পরিক বন্ধন দৃঢ় করা। তাদের মধ্যকার বিভেদ দূর করা। তাদের অন্তরগুলোকে পারস্পরিক ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ রাখা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ

> “তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের মধ্যকার বিবাদকে সংশোধন করো।”[৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

---

[৪] সূরা হুদ, ১১ : ১১

[৫] সূরা আনফাল, ০৮ : ০১

> “আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হোয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হিদায়াত-প্রাপ্ত হও।”[৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

> “আর তাদের মতো হোয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং তাদের কাছে নিদর্শনসমূহ আসার পরও মতভেদ করেছিল। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।”[৭]

এমন আরও অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যা আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে ও পরস্পরের মধ্যকার মেলবন্ধন তৈরি করতে এবং সকল প্রকার বিচ্ছিন্নতা, বিভক্তি ও মতানৈক্য পরিহার করার আদেশ দেয়। এই মূলনীতি যারা বিশ্বাস করবে এবং বুকে লালন করবে তারাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারী। আর যারা এই নীতির বাইরে চলে যাবে, তারা ফিরকাবাজিতে লিপ্ত হবে।

সুন্নাতের মূল স্তম্ভ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ। ইমাম মুসলিম আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন,

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثًا، أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّى اللَّهُ أَمْرَكُمْ

> “আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য তিনটি কাজে সন্তুষ্টি-প্রকাশ করেছেন—তাঁর ইবাদত করবে, তার সাথে কোনো কিছুকেই শরীক

---

[৬] সূরা আল ইমরান, ৩ : ১০৩

[৭] সূরা আল ইমরান, ৩ : ১০৫

> করবে না এবং আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরবে। আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর যাদেরকে কর্তৃত্বশীল বানিয়েছেন, তাদের কল্যাণ কামনা করবে।"

যায়েদ ইবনে সাবিত ও ইবনে মাসউদ[৮] رضي الله عنهم রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন,

نَضَّرَ اللهُ إِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتّٰى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ
فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلٰى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا
يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ أَبَدًا إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰـهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ مُنَاصَحَةُ
وُلَاةِ الْأَمْرِ وَ لُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مَنْ وَرَائَهُمْ

> "আল্লাহ ওই ব্যক্তি (-র মুখ) কে উজ্জ্বল করুন—যে আমার কথা শুনে সংরক্ষণ করে এবং অপরের নিকট তা পৌঁছে দেয়! কারণ অনেক ব্যক্তি গভীর জ্ঞানের কথা বহন করে চলে, কিন্তু নিজেরা ধীশক্তির অধিকারী নয়; আবার অনেক লোক ধীশক্তির অধিকারী বটে, তবে (প্রচারের মাধ্যমে) তারা সেই জ্ঞানকে এমন লোকের কাছে পৌঁছে দেয় যারা অধিকতর ধীশক্তির অধিকারী। তিনটি বিষয়ে কোনো মুসলিমের অন্তরে কখনও বিতৃষ্ণা জাগে না—(১) একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করা; (২) শাসকদের উপদেশ দেওয়া ও (৩) সংঘবদ্ধ জীবনকে আঁকড়ে ধরা। শাসকদের উপদেশ দিলে তাদের পেছনে যারা আছে তারাও উপদেশের আওতায় চলে আসে।"[৯]

এই গুণগুলোর প্রতি কোনো মুসলিম উদাসীন থাকতে পারে না। বরং মুসলিমরা মনে-প্রাণে এই তিন গুণকে নিজের ভেতরে লালন করে।

এই মূলনীতির সাথে সম্পৃক্ত প্রথম আলোচনাটি আমাকে দিয়ে শুরু করব।

আল্লাহ তাআলা আপনাদের প্রতি রাজি ও সন্তুষ্ট হোন, আপনারা জানেন—আমি কোনোভাবেই চাই না যে, আমাদের সঙ্গীসাথিদের থেকে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে কোনো বিষয়ে একজন সাধারণ মুসলিমকেও কষ্ট দেওয়া হোক। আমার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কোনো অভিযোগ বা তিরস্কার নেই বরং আগের চেয়ে

---

[৮] দুজনই ছিলেন ফকীহ সাহাবি।

[৯] আবু দাউদ, আস-সুনান : ৩৬৬০; সহীহ।

তাদের প্রতি আমার ভালোবাসা, হৃদ্যতা এবং সম্মান বহুগুণে বেড়েছে। তাদের হিসাব-নিকাশ তারাই দিবে।

মানুষের তিনটা স্তর রয়েছে, হয়তো সে মুজতাহিদ হয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছয় অথবা ভুল করে বা গুনাহে লিপ্ত হয়। যদি সে ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছয় তা হলে পুণ্য ও প্রতিদান পাবে এবং শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অধিকারী হবে। আর যদি ইজতিহাদ করে ভুল করে তা হলে এর জন্য প্রতিদান পাবে এবং ভুলের জন্য মার্জনা পেয়ে যাবে। আর যদি ইজতিহাদ করতে গিয়ে ভুল করে, তা হলে আমি দুআ করি আল্লাহ তাআলা আমাকে ও সকল মুসলিমকে ক্ষমা করুন।

পরিশেষে আমি কথার ইতি টানব এই আলোচনা দিয়ে,

আমার বন্ধুদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেন, অমুক দায়িত্বহীন কাজ করছে, সে এই আমলটা করছে না, ওই লোকের কারণে শায়েখের ওপর নির্যাতন করা হচ্ছে, তমুকে এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী, ওমুকে ওমুকের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে কানভাঙিয়েছে, ওমুক (শায়েখের) বিরুদ্ধে (আমীরকে) কানপড়া দিয়েছে এবং এ ধরনের আরও অনেক কথাবার্তা; যার মাধ্যমে অন্যান্য ভাইদের প্রতি কুৎসা রটনা করা হচ্ছে। এভাবে (কোনো মুসলিম ভাইকে) কষ্ট দেওয়া হলে, আমি কখনোই তা ক্ষমা করব না।

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। বরং (সত্যিকার অর্থে আমার বিরুদ্ধে) যারা এমন কাজে জড়িয়েছে, তারা তিরস্কারের যোগ্য। তবে তারা যতটুকু ভালো আচরণ করেছে, আল্লাহ তার প্রতিদান দেবেন। কেউ যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। এবং তার অতীতের গোনাহও মাফ করে দেবেন।

আপনারা আরও জানেন, আমার বন্ধু-বান্ধব ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি বর্তমানে কী পরিমাণে কঠোরতা আরোপ করা হচ্ছে এবং নিপীড়ন চালানো হচ্ছে। অতীতে দামেশকে হয়েছে আর এখন মিশরে হচ্ছে। মজলুমদের জন্য এগুলো কোনোভাবেই অকল্যাণকর নয়। আর এসবের কারণে আমাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। এবং কারও প্রতি বিদ্বেষও তৈরি হয়নি। বরং নিপীড়ন আর নির্যাতন সহ্য করার পর ভাইদের মর্যাদা এখন আরও বেড়ে গিয়েছে, সুখ্যাতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা আরও বেশি প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়েছে।